তারিখ 14 JUN 2008

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক শিক্ষকই শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে

মুসতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান। তিনি বর্তমানে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাড়াও দুটি উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। চার-চারটি দায়িত্ব পালনের পর তিনি আরও ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন। অভিযোগ রয়েছে, যদিও অধ্যাপক হাসান এগুলোকে 'পার্টটাইম' বলে থাকেন, তবে এর মধ্যে একটিতে তিনি মূলত ফুলটাইম। নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির এমবিএ প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর তিনি। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি প্রতি মাসে ৫৫ হাজার টাকা করে বেতন উত্তোলন করে থাকেন। শুধু অধ্যাপক হাসানই নন, এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির পাশাপাশি একাধিক পার্টটাইম এমনকি ফুলটাইম চাকরিও করে থাকেন। এসব চাকরির মধ্যে এনজিও ব্যবসা, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক, শেয়ার ব্যবসাসহ নানা প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকরি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী কেবল ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েই ৩ হাজার ২২ শিক্ষক খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি প্রবণতার কারণে পার্শ্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ২৪ ঘণ্টার দিনে একাধিক ফুলটাইম ও পার্টটাইম চাকরির কারণে তারা কোথাও ঠিকমতো সেবা দিতে পারছেন না। ফলে তারা যেমন নিজেরা শিখছেন (ব্যক্তিক অধ্যয়ন) না; তেমনি শিক্ষার্থীদেরও যথাযথভাবে শেখাচ্ছেন না। ইউজিসিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের অর্ধেকই মূলশিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন। এর মধ্যে ২২ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপ্রাধিক শিক্ষক দেশেই নেই। এ সবাই উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশে গেছেন। এনজিও ব্যবসা, বিদেশী সংস্থায় পরামর্শকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন বাইরে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

বাইরে : বিশ্ববিদ্যালয়ের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আরও ৫ শতাধিক শিক্ষক। সব মিলিয়ে ২৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ হাজার ৯০৫ শিক্ষকের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের পাঠদান কার্যক্রম থেকে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষকদের এ মনোভাবকে 'অনৈতিক' এবং 'অবক্ষয়' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এটা সমাজের মারাত্মক অবক্ষয়ের একটি দিক মাত্র। সর্বত্র যে বাণিজ্যিকীকরণ তার ঢেউ এখানেও লেগেছে। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, 'একটির বেশি পার্টটাইম চাকরি করা যাবে না'— এ বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার। ইউজিসি এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে (মাদার প্রতিষ্ঠান) এ কাজ করতে হবে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনেকেই কোনরকম দায়সারাভাবে ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েন 'বাণিজ্যে'। সারাদিন শিক্ষার্থীরা আর তাদের নাগাল পায় না। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, একসময় তারা ক্লাস নিয়ে চেম্বারে বসে থাকতেন। যাতে লেকচার ক্লাস শেষে ছাত্রছাত্রীরা আরও জানার জন্য আসতে পারত।

অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের এ অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার কাজে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে থাকেন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষক রাজনীতি এবং বিভিন্ন নির্বাচনে জয়লাভের আশায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন একচেটিয়াভাবে এ অনৈতিক কাজকে সমর্থন দিয়ে থাকেন। এজন্যই সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ব্যাপারে বিচারপতি (অব.) হাবিবুর রহমানের তদন্ত কমিশন 'আচরণবিধি' প্রণয়নের সুপারিশ করেন।

কত শিক্ষক পাঠদানের বাইরে

২৫ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কত শিক্ষক পাঠদানের বাইরে— এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসন্ধান চালিয়েও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী ২৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৭ হাজার ৯০৫ শিক্ষকের ৩ হাজার ২২ জন বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করেন। বিদেশে শিক্ষা ছুটিতে অবস্থান করছেন ৯৯০ জন। আরও ৪৭ জন অননুমোদিত ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। আর ১৪৫ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে চাকরি করছেন। তবে এ চিত্র সঠিক নয় বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। কেননা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খণ্ডকালীন শিক্ষকের প্রকৃত সংখ্যা কিংবা পূর্ণকালীন শিক্ষকের বিষয়ে অনেক সময়ই সঠিক তথ্য দেয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

ছুটি নেয়ার সংখ্যাগত দিক থেকে এগিয়ে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪৭ শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করছেন। অননুমোদিত ছুটি নিয়ে বিদেশে আছেন আরও ১২৬ জন। যাদের মধ্যে ১১০ জন পাওনা পরিশোধের পরও এখন প্রায় দেড় কোটি টাকা পাবে বিশ্ববিদ্যালয়। তবে ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ১৪ জন শিক্ষক অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করছেন। এছাড়া দেশের ভেতরে ও বাইরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে আছেন আরও ৫১ জন।

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্টের তথ্য আরও জানা গেছে, বুয়েটে মোট শিক্ষক ৫১৯ জন। এর মধ্যে ৩৮৯ জন কর্মরত আছেন। ১১৮ জন বিদেশে, ১০ জন প্রেষণে এবং ২ জন অননুমোদিতভাবে ছুটিতে আছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের ১১৭ জনই আছেন ছুটিতে। কর্মরত আছেন ১ হাজার ১৩ জন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭৩ শিক্ষকের মধ্যে ১০৯ জনই আছেন পাঠদানের বাইরে। ১০ জন অবৈধভাবে ছুটি কাটাচ্ছেন। ৯৭ জন এখনও বৈধ ছুটি ভোগ করছেন বলে জানা যায়। ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৬ জন শিক্ষক আছেন। এদের মধ্যে ২৩ জন নিয়েছেন শিক্ষা ছুটি। ৫ জন প্রেষণে এবং একজন ছুটি 'ডিফোল্টার'। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৯ জন শিক্ষকের ১৮ জন আছেন শিক্ষা ছুটিতে। এভাবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪ শিক্ষকের ১৯ জন, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৩ শিক্ষকের ৩৭ জন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৯ জনের মধ্যে ৮০ জন (৬৮ জন শিক্ষা ছুটিতে, ৩ জন অননুমোদিত ছুটি), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪৫ শিক্ষকের মধ্যে ১০৩ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮১৫ জনের মধ্যে ১০৮ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫৭ শিক্ষকের মধ্যে ৮৩ জন আছেন ছুটিতে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২০ জনের মধ্যে ২৬ জন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৬ জনের মধ্যে ১৫ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪২৭ জনের মধ্যে ৬ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৫ জনের মধ্যে ৪ জন, শটিয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭ জনের ১২ জন, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২ জনের মধ্যে ২৭ জন, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৬ জনের মধ্যে ৪০, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১ জনের মধ্যে ২ জন, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮ জনের মধ্যে ৫ জন আছেন পাঠদানের বাইরে। কেবল নোয়াখালী ও যশোহর ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক ছুটিতে নেই। ওই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ১৫ ও ৬১ জন।

সূত্র জানায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরতদের বেশিরভাগই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে যোগদান করে থাকেন। আবার অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি ছেড়ে এসে যোগদান করেছেন।

শিক্ষা ছুটি ও পার্টটাইম চাকরির নীতি

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষাকে সবসময় উৎসাহিত করা হয়। এজন্য সরকার বিশেষ বরাদ্দও দিয়ে আসছে। বিদেশে গমনকারী শিক্ষকরা বৈতনিক, অবৈতনিকসহ বিভিন্নভাবে সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত ছুটি নিতে পারেন। পাওনা ছুটির বাইরে কেউ ছুটি ভোগ করলে আইন অনুযায়ী তাকে সমপরিমাণ সময় চাকরি করার পর অব্যাহতি নিতে হবে। এ সময় পূরিত সমুদয় অর্থও তাকে ফেরত দিতে হবে। যেহেতু নিয়মানুযায়ী শিক্ষকরা সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত শিক্ষা ছুটি নিতে পারেন এবং এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বেতন-ভাতা সবই পরিশোধ করে, তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা আইনের এ ফাঁককে কাজে লাগিয়ে ছুটিতে গিয়ে অনেকে বাইরে আয়-উপার্জন করেন আবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বেতন উত্তোলন করেন। এরপর বিদেশে গমনকারীদের অনেকে আবার স্থায়ীভাবে আবাস গেড়ে থাকেন সেখানে।